কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

হরতাল-অবরোধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি শিক্ষায়

গোলটেবিলে অভিমত
আজ সব কলেজে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিএনপি-জামায়াত জোটের চলমান হরতাল-অবরোধে শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। তাঁরা বলেন, 'কৃষি, শ্রম ও ব্যবসার ক্ষতি হয়তো পূরণ করা যাবে কিন্তু শিক্ষার ক্ষতি কখনো পূরণ হবে না। আন্দোলন করার অধিকার সবারই আছে, কিন্তু হরতাল-অবরোধের নামে আমাদের সন্তানদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস করার অধিকার কারো নেই।'

গতকাল শুক্রবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস) আয়োজিত 'পেট্রলবোমা ও জঙ্গিবাদী সহিংসতায় জাতীয় শিক্ষাজীবন ধ্বংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ সব কথা বলেন।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'যারা আন্দোলনের নামে পেট্রলবোমার আগুনে মানুষ পুড়িয়ে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে তারা অমানুষ। যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, তারা দেশকে সহিংসতার আগুনে পোড়াতে পারে না।' তিনি বলেন, 'আন্দোলন নয়, চলমান সহিংসতায় দেশের শতভাগ মানুষই ক্ষতির মুখে পড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যয়ের পথে। এ অবস্থা থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। অমানুষদের কবল থেকে দেশ রক্ষার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনাই শিক্ষার কাজ। কিন্তু এ কথা তথাকথিত কিছু উচ্চশিক্ষিতরা বুঝতে চাইছেন না। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মাধ্যমে দেশ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছেন। এ সহিংসতার মূল উদ্দেশ্য গণতন্ত্র নয়। শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মাধ্যমে দেশ ধ্বংস, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলোকে ধ্বংস ও যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোই এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য।' সাবেক তত্ত্বাবধায়ক

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

হরতাল-অবরোধে সবচেয়ে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'সহিংসতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে শিক্ষাঙ্গন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। এখন থেকেই এ সহিংসতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। বিএনপি জোটের টানা অবরোধের সঙ্গে হরতালে এসএসসি পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে সরকার। শিক্ষাঙ্গনকে হরতালের আওতামুক্ত রাখার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর একাধিক অনুরোধেও কাজ হয়নি।'

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল হক আলো তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন, 'হরতাল-অবরোধের ৬৬ দিনের সহিংসতায় নিহত হয়েছে ১২১, আগুনে দগ্ধ হয়েছে ৬৬ এবং বার্ন ইউনিটে ভর্তি হয় ১৩০ জন। সহিংসতা থেকে রেহাই পায়নি পাঠ্যপুস্তক বহনকারী পরিবহনও। পোড়ানো হয়েছে হাজার হাজার পাঠ্যপুস্তক। অবরোধ-হরতালে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময়সীমা বেড়ে যাওয়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিও।'

শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার দাবিতে সারা দেশের সব কলেজে আজ শনিবার সকাল ১১টা থেকে ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবেন বলে গোলটেবিল বৈঠকে জানানো হয়।

বাকবিশিস সভাপতি প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. হাবিবুর রহমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. শাহীনুর রহমান, তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবদুর রশীদ, বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি কাজী মিজানুল ইসলাম প্রমুখ।